দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৩

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী শিশুদের মর্মান্তিক মৃত্যু

গত শনিবার দুপুরে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় নাথেরপেটুয়া এলাকায় ট্রাকের চাপায় স্কুলভ্যানের আরোহী আট শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর যে ঘটনা ঘটেছে তাঁর শোক প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের বিবরণ থেকে জানা গেছে, ছুটির পর নাথেরপেটুয়া মডার্ন একাডেমীর ১০ শিক্ষার্থী স্কুলভ্যানে হাতিমারা গ্রামে যাওয়ার পথে রেলস্টেশন এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা কাগজ বোঝাই একটি ট্রাক ভ্যানটিকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলে পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়। হাসপাতালে মারা যায় আরও তিনজন। বাকী দু'জনসহ ভ্যানচালকের অবস্থা আশংকাজনক। এতগুলো শিশুশিক্ষার্থীর এই অনাকাঙ্ক্ষিত করুণ মৃত্যুর ঘটনা গোটা এলাকাকে শোকের ছায়ায় ঢেকে দেয়। নিহত শিশুদের বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের কান্না, আহাজারি ও শূন্যতা ভাষায় প্রকাশ-যোগ্য নয়। তাদের কোনো সান্ত্বনা নেই। তারা সবাই পাগলপ্রায়। প্রশ্ন ওঠে, ঘাতক ট্রাক বা অন্যান্য যানের চাপায় আর কত শিশুর প্রাণ যাবে? প্রায়ই সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু নিহত হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির পরিসংখ্যানে শিশুদের সংখ্যা মোটেই কম নয়। এর আগে মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। এরপর একসঙ্গে এত শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো এই দুর্ঘটনায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, সড়ক-মহাসড়কের পাশেই সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর আশপাশ ও সড়কে লোক সমাগম স্বাভাবিকভাবেই বেশী থাকে। সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এ সব জায়গাতেই বেশী ঘটে। শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশের সড়ক-মহাসড়কে শিশু শিক্ষার্থীরাই বিশেষভাবে দুর্ঘটনার শিকার হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সড়ক-মহাসড়কে যানবাহন চালনার ক্ষেত্রে চালকদের অধিক সতর্কতা অবলম্বন সঙ্গত ও উচিত বলে বিবেচিত হলেও দেখা যায়, চালকেরা ন্যূনতম সতর্কতারও পরিচয় দেয় না। ফলে যখন-তখন শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়।

নাথেরপেটুয়া এলাকায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির জন্য চালকই যে দায়ী, তাতে সন্দেহ নেই। চালক বিপরীত দিক থেকে ট্রাক চালিয়ে আসছিল। স্কুলভ্যানটি তার না দেখার কথা নয়। এ সময় ট্রাকের গতিসীমা কমানোও তার উচিত ছিল। যদি চালক স্কুল ভ্যানটি দেখার পর ট্রাকের গতিসীমা কমাতো তাহলে হয়তো এ দুর্ঘটনা এবং আটটি তরতাজা শিশুর এই মর্মন্তুদ মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারতো না। খবরে জানা গেছে, স্কুল ভ্যানটি চাপা দিয়ে চালক পালিয়ে গেছে এবং বিক্ষুব্ধ মানুষ ট্রাকটি জ্বালিয়ে দিয়েছে। হতে পারে ওই চালক ছিল অদক্ষ, বেখেয়াল, হতে পারে সে সামনের দিকে না তাকিয়ে ট্রাক চালাচ্ছিল অথবা অন্য কিছুতে ব্যস্ত ছিল, এমনও হতে পারে, ট্রাকটির যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল যে কারণে তা নিয়ন্ত্রণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি- এরকম এক বা একাধিক কারণ থাকতে পারে ওই দুর্ঘটনার। বলাবাহুল্য, এই আলোচনায় এখন আর কোনো ফায়দা নেই। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আটটি শিশুপ্রাণ অকালে ঝরে গেছে। এটা নিঃসন্দেহে হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে পড়ে এবং এ হত্যাকাণ্ড থেকে চালক রেহাই পেতে পারে না। চালককে খুঁজে বের করার পাশাপাশি এ ব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা জরুরী। এতে ওই আট শিশু ফিরে আসবে না সত্য, তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে এবং চালকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা সহজ হবে। দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে, অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনারই সুষ্ঠু তদন্ত হয় না এবং দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তযোগ্য শাস্তিও হয় না। চালকদের বেপরোয়া আচরণ ও সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধির এটা একটা বড় কারণ।

সড়ক দুর্ঘটনা ও সড়ক দুর্ঘটনাজনিত প্রাণহানির দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় শীর্ষে। এমন কোনো দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেদিন এক, দুই কিংবা ততোধিক সড়ক দুর্ঘটনা না ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় প্রাণহানিও ঘটে প্রায় অবধারিতভাবে। প্রতিবছর হাজার হাজার সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। আর দুর্ঘটনার তুলনায় প্রাণহানির সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর বিপুল অংকের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলো অজানা নয়। বেপরোয়া যান চালনা, ওভারটেকিংয়ের প্রবণতা, গতিসীমা মেনে না চলা, চালকের অদক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, সড়ক ও সেতু নির্মাণে ত্রুটি- ড্রাইভিং লাইসেন্স ও যানবাহনের সার্টিফিকেট প্রদানে অনিয়ম-দুর্নীতি, পথচারীদের অসচেতনতা ইত্যাদি সড়ক দুর্ঘটনার জন্য প্রধানত দায়ী। যেদেশে চাইলেই ভুয়া লাইসেন্স পাওয়া যায়, লাইসেন্স না থাকলেও চালক হওয়া যায়, চাইলেই যানবাহনের ফিটনেস লাইসেন্স পাওয়া যায় এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন অবলীলায় চলাচল করতে পারে, সেদেশে যত কিছুই করা হোক, সড়ক দুর্ঘটনা যে তাতে এতটুকু কমবে না তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে, দুর্ঘটনা হ্রাসের উপায় নিয়ে অনেক আলোচনা, সমীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে। তাতে কোনো কাজ হয় নি। যতদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে যারা জড়িত তাদের মধ্যে সচেতনতা, সততা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত না হবে ততদিন পর্যন্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে, প্রাণহানি থেকে এবং শোক থেকে আমাদের রেহাই হবে বলে মনে হয় না। আমরা সংশ্লিষ্টদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের কাছে কঠোর আইন ও পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানাই এবং জনগণের সচেতনতা প্রত্যাশা করি। আলোচ্য দুর্ঘটনায় যারা নিহত হয়েছে, সেই শিশুদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাদের বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।